গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৩-১৪
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৫
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৬
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৭
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৮

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৪০ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে। বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮০% এবং উন্নত স্যানিটেশন কভারেজ ৮৫%। বিগত ৩(তিন) অর্থবছরে গ্রাম, পৌর ও বস্তি এলাকায় ৯৭,৩৩৫ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে প্রায় ৭০০০ টি পানির উৎস এবং ৫৩০০ টি ওয়াশব্লক স্থাপন, ৩০ টি কমিউনিটি টয়লেট, ১৫ টি পাবলিক টয়লেট, ১৫০০ টি স্বল্প ব্যয়ে ল্যাট্রিন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৫ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ১৩ টি আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে প্রায় ৯৯,৫৯৩ টি পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা স্থাপন ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ

চট্টগ্রাম জেলার বেশ কয়েকটি উপজেলা কর্ণফুলী নদী ও বঙ্গোপসাগর বিধৌত এলাকা। উপকূলীয় এলাকাগুলি মিঠা পানির অভাবের পাশাপাশি লোনা পানি বিদ্যমান। এখানকার কিছু কিছু এলাকা দূর্গম পাহাড় বেষ্টিত। এখানকার অনেক এলাকাতেই বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আয়রন ও স্যালাইনের উপস্থিতি ভূ-গর্ভস্থ পানিকে ব্যবহারের অযোগ্য করে তুলেছে। দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ অনেকটাই চ্যালেঞ্জের বিষয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহারে জনগনকে সচেতন করতে পারলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপরচাপ অনকে কমে যাবে বলে আশা করি। ছোট আকারে গ্রাম ভিত্তিক পাইপ লাইন স্থাপনে পানি সরবরাহ করা যাবে। গ্রামের অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিণ প্রতিস্থাপন করে অধিক সংখ্যক স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিণ স্থাপন করতে হবে। ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এ আই আর পি স্থাপন করতে হবে। জনগনকে ভূ-উপরিস্থিত পানি ও বৃষ্টির পানি ব্যবহারে সচেতন করতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে সারা জেলায় উন্নত মানের ল্যাট্রিনের ও নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নিতকরা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন- ৪৯৬৬ টি
- পল্লী এলাকায় পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম স্থাপন -০৬ টি
- পৌর এলাকায় পাইপ লাইন স্থাপন – ২৭ কিঃমিঃ;
- পল্লী এলাকায় স্মল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম নির্মাণ–১০২ টি
- পৌর ও পল্লী এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ওয়াশব্লক নির্মাণ -৩৫০ টি;
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ওয়াশব্লক মেরামত কাজ – ৭৯ টি;
- পল্লী এলাকায় Rain Water Harvesting System- ৪৩১৬ টি ও Rain Water Catchment Area- ৪৩২ টি
- পানির গুনগতমান পরীক্ষা/পরিবীক্ষণ – ৫০৬৮ টি।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: